দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 10 APR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

সারাদেশে আরও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

আগামী দশকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করিয়া তোলার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ সারাদেশে বেসরকারী ও স্থানীয় উদ্যোগে আরও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আইনগত দিক দিয়া

(১১শ পৃ: দ্র:)

প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পৃ: পর)

সহজসাধ্য করার সুপারিশ করিয়াছেন। কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে ৩রা এপ্রিল সমাপ্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউনিসেফ ও সুইডিশ সিডার উদ্যোগে শিক্ষাবিদদের কর্মশালায় স্থানীয় পরিবেশ, কৃষি জীবন ও প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের পঞ্জী পুনর্বিন্যাসের আহ্বান জানানো হইয়াছে। এ সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রফেসর আবদুল্লাহ ফারুক, প্রফেসর শামসুল হক, তাহেরুন্নেসা আবদুল্লাহ, ফজলে হাসান আবেদ, গিয়াসকামাল চৌধুরী, মাহফুজউল্লাহ আবু হামেদ লতিফ প্রমুখকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আলোচনা শেষে গৃহীত ১৬ দফা প্রস্তাবে বাজেটের শতকরা আড়াই ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৯১ সনে দেশের ৬ বৎসর বয়সী সকল ছেলেমেয়েকে ন্যূনপক্ষে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি, যথাযথ আইন প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষক পদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হারে মহিলাদের নিয়োগ, শিক্ষকদের জবাবদিহির ব্যবস্থার পাশাপাশি জনজীবনে শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন প্রবল করিয়া তোলার জন্য শিক্ষাবিদগণ পরামর্শ দিয়াছেন।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য বৃত্তির মত আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন পড়িবে। একই সাথে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

কর্মশালায় শিক্ষাবিদগণ প্রথম শ্রেণী হইতে ইংরাজী চালু না করিয়া তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইংরাজী প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য বর্তমানের শিশু-শ্রেণী চালু রাখার পক্ষপাতী। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যাইবে না।